২. এপ্রিল ফুল

এ গল্পটা অবিনাশবাবুর থেকে শোনা । যেমনটি শুনেছিলাম ঠিক তেমনটিই লেখার চেষ্টা করছি ।

অবিনাশবাবুর গাছপালার শখ । টবে গাছ হবে, ফুল হবে, কী ভালোই না দেখতে লাগবে । স্ত্রীর অবশ্য পছন্দ নয় । গাছপালা গজালেই পোকামাকড় হবে । নোংরা হবে চারিদিক ।

অবিনাশবাবু নাগপুরের মনীষনগরের কাছে এক নার্সারী থেকে কিছু ফুলের, কিছু অন্যান্য গাছগাছালী পছন্দ ক'রে দর'দাম ক'রলেন । সেগুলো বাঙ্গালী দোকানদার খুব যত্ন ক'রে নতুন টবে ভালো করে বসিয়ে তৈরী করে দিল । সাথে গাছগাছালীর যত্নআত্তি বিষয়ে অনেক উপদেশও দিল । Free তে ।

টাকা পয়সা দিয়ে উনি চলে আসছিলেন । হঠাৎ চোখে প'ড়ল ক্যাকটাস, ছোট ছোট ক্যাকটাস, ছোট ছোট টবে । কী cute ! লোভ হোলো । জিজ্ঞেস কোরলেন, এই গাছ গুলো কি এরকম ছোটই থাকে ? তাতে ক'রে দোকানদার কত গল্পই না শোনালো । এগুলো নাকি শুকনো প্রদেশে হয় । রাজস্থানের জয়সলমীর থেকে আনা । জয়সলমীর জানেন তো ? যেখানে সোনার কেল্লা আছে ।

দোকানদারের কথায় শেষমেষ দুটো ক্যাকটাস এর ছোট্ট দুটো গাছ কিনে ফেললেন অবিনাশবাবু।

গাছগাছালির এত জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে যখন চলে আসছেন, তখন দোকানদার বললেন, এই ক্যাকটাস গুলোতে জল দেবেন না। শুকনোতে ভালো থাকে। অবিনাশবাবু জিজ্ঞেস কোরলেন, এতে ফুল হয় ? দোকানদারের একগাল হাসি। দেখুন, আজ থেকে ২১ দিন পরে ফুল হবে। মোবাইল থেকে সঙ্গে সঙ্গে তারিখ দেখে বলে দিলেন এপ্রিল মাসের প্রথম দিন ফুল ফুটবে। খুব সুন্দর হলুদ রঙ্গের ফুল।

বাড়ী এসে স্ত্রীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে শোওয়ার ঘরের পাশের বারান্দায় ক্যাকটাস দুটিকে যত্ন ক'রে রাখলেন। বাকী গাছগাছালী নীচে রেখে দিলেন।

নাগপুরে ভীষন গরম পড়তে শুরু করেছে। এবারে যেন একটু তাড়াতাড়ি গরমকাল এসে পড়েছে। পাখীগুলো খাবে ব'লে ক্যাকটাসের পাশের টেবিলে একটা বড় গামলায় জল ভ'রে রেখে দিলেন।

অবিনাশবাবু প্রতিদিন৷ গামলায় জল ভ'রে দেন। আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ক্যাকটাস দুটিকে দেখেন। জল দেন না, পাছে ওদের ক্ষতি

হয় । দেখেন, আর ভাবেন, খুব বেশী পরিবর্তন নজরে পড়ে না । মনে মনে হিসেব করেন সবে তো দু'দিন হয়েছে । এখনো অনেকদিন বাকী আছে ।

ক্যাকটাসে ভুলেও কখনো জল দেন না । দোকানদারের কথা বেশ মনে আছে । গাছের ক্ষতি হ'তে পারে ।

সপ্তাহে দু'য়েক পরে অন্য গাছগুলোতে ফুল হোল । জবা গাছে জবা, গোলাপ গাছে গোলাপ । ক্যাকটাসে কিছু নেই । কিছ্ছুটি নেই ।

সেদিন একত্রিশে মার্চ । অবিনাশবাবু একত্রিশে মার্চে একটু বেশী খুশী থাকেন । ওনার অধিকাংশ fixed deposit গুলো ঐদিন mature ক'রে । প্রফুল্ল মনে সন্ধেবেলায় ক্যাকটাসগুলোকে পরিদর্শন ক'রলেন । গামলায় জল ভালো ক'রে ভ'রে রাখলেন ।

ভোরবেলায় পাখীর ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল । বিছানার পাশের বারান্দার পর্দাটা সরানো । কোথা থেকে যেন খুব উজ্জ্বল একটা আলোর আভা চোখে এল । অবিনাশবাবু ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সলেন । মনে পড়ল আজ এপ্রিলের প্রথম দিন ।

ছুট্টে বারান্দায় গিয়ে দেখেন দুটো ক্যাকটাসেই ফুল ফুটেছে। প্রায় ইন্‌চি চারেক লম্বা। গাছ্‌গুলোও বড় হয়ে গেছে। হলদে রঙ্গের ফুলগুলো কী উজ্জ্বল। চোখ ঝলসে যাবার জোগাড়। অপূর্ব। নিজের চোখকেই বিশ্বাস ক'রতে পারছেন না অবিনাশবাবু।

চীৎকার ক'রে স্ত্রীকে ডাকতে যাবেন, হঠাৎ চোখ চ'লে গেল পাশের টেবিলে রাখা জলের গামলাতে। কাল সন্ধেবেলাতেই জল ভ'রে রেখেছিলেন।

গামলাটা এখন একদম খালি ! শুকনো খটখট ক'রছে। ওতে একফোঁটাও জল নেই।

তাপস ভট্টাচার্য
নাগপুর, মহারাষ্ট্র
১৭..০৪..২০২৪

.....

.

অনুলিপি করবেন না